بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৪ ডিসেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ মরিশাস

মরিশাসের জনগণ বড় সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করবে এমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১২ ডিসেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম নারী সংঘ) মরিশাস-এর ন্যাশনাল মজলিস-এ-আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যাবৃন্দ রোজ হিলে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মরিশাসের জাতীয় সদর দপ্তর *দারুস সালাম মসজিদ কম্প্লেক্স* থেকে যোগদান করেন।

পয়ষট্টি মিনিটের এ সভায়, আমেলার সদস্যাগণ নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

হুযূর আকদাস বলেন, জাতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য এটি আবশ্যক যে, তারা যেন স্থানীয় মজলিস-এ-আমেলাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখে এবং নিয়মিতভাবে তাদের কাজের মূল্যায়ন ও পরামর্শ দিতে থাকে; যেন, তারা (স্থানীয় ব্যবস্থাপনা) পরিপূর্ণভাবে উজ্জীবিত থাকে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচারে তাদের প্রয়াসে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারে।

সভা চলাকালীন, হুযূর আকদাস মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেন এবং তাঁর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে, মরিশাসের কিছু আহমদী মেয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ে ডাক্তার হবেন, যেন তারা মানবতার সেবা নিয়োজিত হতে পারেন।

তবলীগ বা প্রচার সম্পর্কে, হুযূর আকদাস বলেন যে, পুরো মরিশাস জুড়ে ইসলামের বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লাজনা আমেলার ব্যবস্থাপনার তৎপর হওয়া উচিত। তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে, আগামী বছরগুলোতে অনেক বড় সংখ্যায় মরিশাসবাসী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগ দিবেন।

সভার শেষাংশে, হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা এবং একক পর্যায়ে আহমদী পিতা-মাতা কীভাবে নিজ সন্তানদেরকে সমাজের নেতিবাচক প্রভাবসমূহ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন এক শিশুর জন্ম হয়, তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে তকবীর (ইকামত) পড়া হয়। এ শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাদের জানান যে, কোন শিশুর একেবারে শৈশব থেকেই তার নৈতিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সুতরাং, একেবারে শুরু থেকেই, আপনাদের নিজেদের সন্তানদেরকে ভালোবাসা ও যত্নের সাথে পথ প্রদর্শন ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা উচিত এবং তাদের স্মরণ করানো উচিত যে, তারা আহমদী মুসলমান, আর তাই তাদের সর্বদা নিজেদের ধর্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"৫ বা ৬ বছর বয়সে, আপনাদের সন্তানদের দিনে একবার নামাযে উৎসাহিত করা উচিত আর, একই সাথে আপনারা যখন নিজেরা নামায পড়েন তখন মাঝে মধ্যে সন্তানকে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে আপনাদেরকে অনুসরণ করতে বলতে পারেন। এরপর, ৭ থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যে আপনাদের সন্তানদের দিনে অন্তত তিন-চার বেলা নামায পড়তে উৎসাহিত করা উচিত। ১০ বছর বয়স থেকে, সন্তানের জেনে যাওয়া উচিত যে, তাদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ বেলার প্রতিটি নামায আদায় করা আবশ্যক। আর তাদেরকে আপনাদের স্মরণ করিয়ে যেতে হবে যে, আহমদী মুসলমান হিসেবে অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে। নিজ সন্তানদের প্রতি আপনাদের অবশ্যই মমতা পূর্ণ আচরণ করতে হবে, যেন তারা অনুভব করতে পারে যে তাদের পিতামাতা তাদের কাছে যা কিছুই করুক না কেন, তা তাদেরই কল্যাণের জন্য।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"একই সময়ে, পিতা ও মাতা উভয়ের নিজ দৃষ্টান্তও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতা হিসেবে যদি আপনারা নিজ সন্তানদের প্রতি ভালো আচরণ না করেন এবং অন্যান্য মানুষের প্রতি আপনাদের আচরণও যদি ভালো না হয়, আর যদি ঘরে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে আপনাদের আচরণ ভালো না হয়, তবে এটি আপনাদের সন্তানদের ঈমানকে প্রভাবিত করবে এবং এর ওপর এক নেতিবাচক প্রভাব রাখবে। সুতরাং আপনাদেরকে অবশ্যই আপনাদের সন্তানদের জন্য এক ইতিবাচক ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নিজ জীবন যাপন করতে হবে। যদি আপনারা এভাবে নিজ সন্তানদের প্রশিক্ষিত করেন, তবে তারা বৃহত্তর পরিমণ্ডল ও সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো দ্বারা কম প্রভাবিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।"